দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 7 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়া সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুর রশিদ রেনু, *সিলেট ব্যুরো*

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর শহীদ উল্লাহ তালুকদার অনিয়ম- স্বেচ্ছাচারিতায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। সব নিয়ম-নীতি লংঘন করে তিনি এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পরিবারতন্ত্র কায়েমের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তার এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যমূলক হয়রানি করা হচ্ছে।

ভিসির স্বেচ্ছাচারিতা ও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যমূলক হয়রানির বিষয়টি এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সিকৃবির সিন্ডিকেট সদস্যদের অবহিত করা হলেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। সিকৃবি ভিসির স্বেচ্ছাচারের বলি হচ্ছেন শিক্ষিকা ডা. নাসরিন সুলতানা লাকী। তিনি ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স

ভিসির স্বেচ্ছাচারের বলি এক শিক্ষিকা

অনুষদের মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পিএইচডি করার জন্য ২০০৭ সালের অক্টোবরে তিনি শিক্ষা ছুটিতে যান। শিক্ষা ছুটি শেষে চলতি বছরের এপ্রিলে নিজ বিভাগে যোগদানপত্র জমা দেন। তার এ যোগদানপত্র গ্রহণ করা হয়নি। যদিও শিক্ষা ছুটিতে থাকাবস্থায় করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ডা. নাসরিন সুলতানা লাকীকে সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। ২ এপ্রিল এক আদেশ বলে তাকে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে পদোন্নতি দেয়া হয়। ২০১১ সালের ২৭ আগস্ট থেকে তার এই পদোন্নতি কার্যকর হওয়ার কথা। পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাসরিন সুলতানা লাকী মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বিভাগে যোগদান করতে গেলে কর্তৃপক্ষ তার যোগদানপত্র গ্রহণ করেনি। তাকে অন্য একটি বিভাগে (এনাটমি অ্যান্ড হিস্টোলজি) যোগদান করতে বলা হয়। জানা যায়, ভিসির জামাতা সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুজ্জামানকে মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে বসিয়ে চেয়ারম্যানবিহীন এ

আখড়া : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

আখড়া : অনিয়ম ও দুর্নীতির

(২০ পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের 'প্রধান' বানানোর জন্য লাকীর যোগদানপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে না। ডা. নাসরিন সুলতানা লাকী শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হুইপ অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল ওয়াহাব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, সিকৃবির সিন্ডিকেট সদস্য হাফিজ আহমদ মজুমদার এমপি ও ইমরান আহমদ এমপিসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করেন। শিক্ষামন্ত্রীসহ উল্লেখিত সবাই তার প্রতি যাতে কোন প্রকার অবিচার করা না হয় সেজন্য সিকৃবি ভিসির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু লাকীর বিষয়টি আমলে নেয়া হচ্ছে না। ১৭ জুলাই সিকৃবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাসরিন সুলতানা লাকীর বিষয়টি আলোচনা হয়। সভায় ২০ জন বক্তার মধ্যে ১৬ জন শিক্ষকই ডা. লাকীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ভিসির পরামর্শে শিক্ষক সমিতির সভার কার্যবিবরণীতে তা রাখা হয়নি। এদিকে, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি) নিয়ে বার বার তদন্তের মাধ্যমে ডা. নাসরিন সুলতানা লাকীকে হেনস্থা করা হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে তিনি মনে করেন। ভিসির বিরুদ্ধে নিয়োগবাণিজ্যসহ অনিয়ম-দুর্নীতির সংবাদ ফুলাওসহ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকলেও ভিসির আশীর্বাদে এখানে বিভিন্ন পদে অনেকেই নিয়োগ পাচ্ছেন। সিকৃবির মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে অতিসম্প্রতি ৩ ব্যক্তিকে সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হয়, যাদের শিক্ষকতা ও গবেষণা ক্ষেত্রে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তারা হচ্ছেন তরিকুল ইসলাম (অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ), মোহাম্মদ সাঈদ (ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগ) এবং মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু (অ্যাকোয়াটিক রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ)। ভিসির কন্যা সোনিয়া বিনতে শহীদ সিকৃবির কৃষি অনুষদের বায়োটেকনোলজি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে সম্প্রতি নিয়োগ পেয়ে বর্তমানে এ বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। সোনিয়ার স্বামী (ভিসির জামাতা) ডা. মোঃ আতিকুজ্জামান মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ভিসি পুত্রের বধূ শশুর (ভিসির বধু বেয়াই) অধ্যাপক সাইফুল ইসলামকে কৃষি অনুষদে প্রফেসর পদে সম্প্রতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে, ভিসির জামাইয়ের মান ভাঙাতে তৃতীয় শ্রেণী পদে কর্মরত প্রার্থীকে অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দানের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছেন ভিসি শহীদ উল্লাহ তালুকদার। ২১ ও ২৩ এপ্রিল শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। ৪ জুলাই বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপকসহ পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা), পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার পদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ওই সাক্ষাৎকারে শুধু ভিসির পছন্দের প্রার্থীকে ইন্টারভিউ কার্ড দিয়ে তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়া বেসিক সাইন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগে অধ্যাপক পদে নামসর্বস্ব আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা মেহাম্মত শেখর চন্দকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। যিনি পিএইচডি অধ্যয়নকালে সিকৃবি থেকে কোন প্রকার ছুটি নেননি। প্লান্ট প্যাথলজি অ্যান্ড সিড সাইন্স বিভাগে ড. আবদুল মুকিতকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যার শিক্ষা জীবনের দুটিতে দ্বিতীয় শ্রেণী রয়েছে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগে পরিচালক পদে ভিসির জামাতা ডা. আতিকুজ্জামানের পছন্দের প্রার্থী সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের তৃতীয় শ্রেণী পদে কর্মরত মোঃ সানোয়ার হোসেন মিয়া নিয়োগ পাননি। প্রতিবাদে ডা. আতিকুজ্জামান পরিবহন কর্মকর্তা পদ থেকে অব্যাহতি চান। জামাতার মান ভাঙানোর জন্য সানোয়ার হোসেনকে অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করেন ভিসি। যদিও এই বিভাগে অতিরিক্ত পরিচালকের কোন পদ নেই। ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার পদে কেবল ডা. অসীম রঞ্জন রায়কে ইন্টারভিউ কার্ড প্রদান করে তার নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। অ্যাকোয়াকালচার বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে নাটোর সদরের উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. মোঃ তরিকুল আলমের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। অ্যাকোয়াটিক রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগে মৎস্য ভবনের ফার্ম ম্যানেজার ড. মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু এবং ফিশারিজ টেকনোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে মৎস্য ভবনের সহকারী পরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ পদে নিয়োগ পেতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৭ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার মধ্যে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা কোন স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১০ বছরের গবেষণা অভিজ্ঞতার মধ্যে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখিত ৩ জনের কারওই শিক্ষকতা অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দিয়ে চলছে রমরমা নিয়োগবাণিজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি না থাকলেও সহকারী পরিচালক হিসেবে মোঃ শাহ আলম এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে মোঃ ইকবাল হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয়। যারা ভিসির সচিবালয়ে অফিস করে থাকেন।